সংবাদ

তারিখ 3 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষকদের সংযুক্তি বাতিলে দুদকের প্রস্তাব বাস্তবায়ন হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত (অ্যাটাচমেন্ট) থাকা শিক্ষকদের সংযুক্তি বাতিলের প্রস্তাব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে দুই হাজারের বেশি শিক্ষককে সংযুক্তি রাখা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই সরকারি কলেজ ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক। তাদের প্রায় সবাই রাজধানী ও এর আশপাশের জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামকাওয়াস্তে কর্মরত থাকলেও অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আসেন না। এই সংযুক্তির কারণে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা ক্রমশ সংকটাপন্ন হচ্ছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম।

জানা গেছে, দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের একটি আধা সরকারিপত্রের আলোকে শিক্ষকদের সংযুক্তি বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরকে চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দুদক চেয়ারম্যান এর আগে গত ১৩ জুলাই শিক্ষকদের সংযুক্তি বাতিলের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আধা সরকারিপত্র দেন। এর পর ৩১ জুলাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে চিঠি দেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আধা সরকারিপত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়েও দেয়া হয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যান ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চিঠির বরাত দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাউশি ও মাদ্রাসা অধিদফতরের মহাপরিচালককে লেখা চিঠিতে অবিলম্বে সংযুক্তি বাতিল করে শিক্ষকদের মূল পদায়নকৃত কর্মস্থল বা শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে- এমন প্রতিষ্ঠানে পদায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। দুদক চেয়ারম্যানের চিঠিতে বলা হয়েছে, 'সরকারি প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও শিক্ষকবৃন্দ অন্যত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি আদেশের মাধ্যমে কর্মরত থাকায় মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত

শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

শিক্ষকদের : সংযুক্তি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে মর্মে গণশুনানিতে উঠে এসেছে, যা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে'। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকের স্বল্পতা থাকায় উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিতভাবে মানসম্মত শিক্ষালাভ করতে পারছে না মর্মে ধারণা করা যায়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের কোচিং, নোট বই ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা কাম্য নয়।' অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী মহলের তদবিরের চাপে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রায় দুই হাজার শিক্ষককে সংযুক্তিতে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মাউশি অধিদফতরের অধীনে সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক আছেন ১২৪ জন।

এ ব্যাপারে মাউশির একজন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে জানান, 'এই সপ্তাহেই হাই স্কুলের ১২৪ জন শিক্ষকের সংযুক্তি বাতিল করে তাদের উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে পদায়ন করা হচ্ছে।' এছাড়াও সরকারি কলেজের প্রায় আট'শ ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষক সংযুক্তিতে আছেন।